পানি বাণিজ্যিকীকরণঃ
জনসম্পদের উপর বহুজাতিক কোম্পানির থাবা

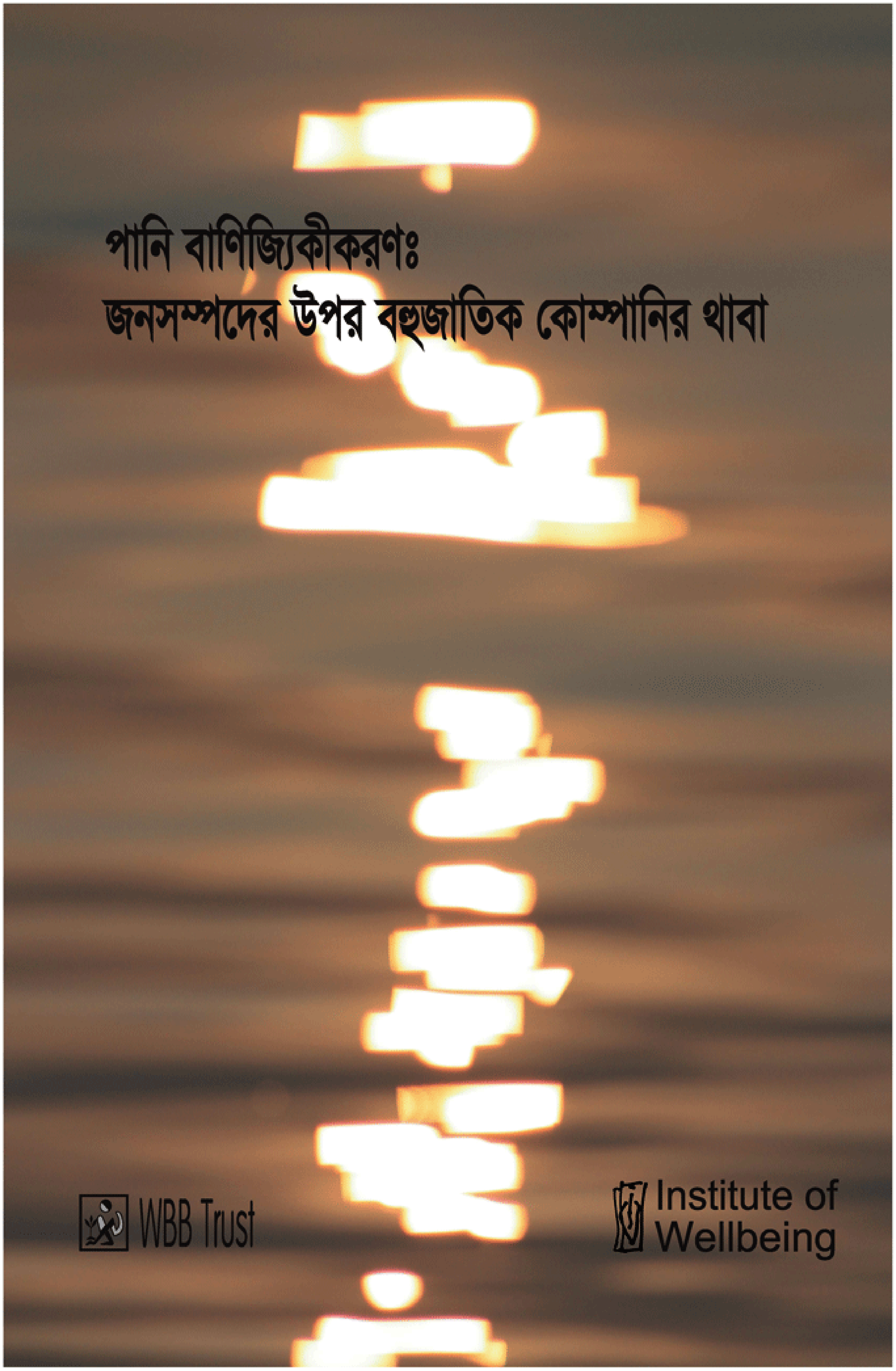

WBB Trust

Institute of Wellbeing

পানি বাণিজ্যিকীকরণ:
জনসম্পদের উপর বহুজাতিক কোম্পানির থাবা

প্রতিবেদন
দেবরা ইফরইমসন
রশ্মি সরকার

সম্পাদনায়
সাইফুদ্দিন আহমেদ

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট
ঢাকা, নভেম্বর ২০১১

কৃতজ্ঞতা
এই বইটি প্রকাশ করতে যারা বিভিন্নভাবে পরামর্শ
এবং সহায়তা প্রদান করেছেন।

প্রচ্ছদ
সাইফুদ্দিন আহমেদ

অলংকরণ
সাগর দাস

সার্বিক সহযোগিতায়
নাজনীন কবীর, দীপংকর গৌতম,
আমিনুল ইসলাম সুজন, মারুফ রহমান, সৈয়দা অনন্যা রহমান
জিয়াউর রহমান লিটু, মুর্শিদা আক্তার লাবণী।

মুদ্রণ
আইমেক্স ট্রেড

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

বেসরকারীকরণের পক্ষে দাবীসমূহ এবং প্রকৃত ঘটনা ৭

বেসরকারীকরণ আমাদের শিক্ষা ১১

বেসরকারীকরণের আড়ালে কারা লাভবান হচ্ছে ১৩

পানি বেসরকারীকরণ ১৫

কেস স্টাডি ২১

সুপারিশসমূহ ২৬

উপসংহার ২৮

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে 'প্রাইভেটাইজেশন' বা বেসরকারীকরণের যে প্রক্রিয়া চলছে তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় সেবাখাতগুলোকে বেসরকারী খাতে স্থানান্তর করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানিসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলো বেসরকারীভাবে পরিচালনা করা হলে সেবার মান ও দক্ষতা উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকার পুনরায় এগুলোর মালিকানা গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য উপাদান পানিকে বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের জোর প্রচারণা চলছে। কিন্তু এ ধরনের একটি জীবনসম্পৃক্ত খাতকে 'প্রাইভেটাইজেশন' করার কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকৃত সত্যের অনুধাবন করা দরকার।

এখানে বেসরকারীকরণের পক্ষে কিছু সাধারণ দাবী, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকৃত সত্য এবং পানি ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহজনিত সমস্যাগুলোর সমাধানের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

যেকোন বিষয়কে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানির মত একটি জীবনসম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অবশ্যই যথার্থ তথ্য প্রমাণ সাপেক্ষে তা বিবেচনা করা দরকার।

রাষ্ট্রীয় খাত এবং বেসরকারী খাতের মধ্যে যোগ্যতার তুলনা করে কারো নিজস্ব বিশ্বাস ও পক্ষপাতিত্বের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া কেবল বিপজ্জনক নয়, অনৈতিকও বটে। কারণ এখানে আরাম-আয়েশ বা স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কথা হচ্ছে না বরং কথা হচ্ছে জীবন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে।

বেসরকারীকরণের পক্ষে দাবীসমূহ এবং প্রকৃত ঘটনা

জীবনঘনিষ্ঠ যে কোন সেবা নিয়েই আলোচনা করা হোক সমালোচকেরা সেবাগুলো সরবরাহে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিই সবসময় অঙ্গুলি নির্দেশ করে। দেশের বিদ্যুৎসংকট, নিম্ন মানের সরকারী হাসপাতাল ও বিদ্যালয়, পানির অভাবসহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় অনিয়ম, অন্যান্য সেবাগুলোর অপর্যাপ্ততা এবং দুর্নীতি প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সরকারের আওতাধীন সেবাখাতগুলোর বেসরকারীকরনের পক্ষে অনেকেই মতামত প্রদান করেছে। দাবী করা হচ্ছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যদি দক্ষতার সাথে ও ন্যায্য মূল্যে উন্নত মানের পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিজেদের নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে তবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তারা অবশ্যই সফল হবে। আরো দাবী করা হচ্ছে যদি তারা সরবরাহকৃত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে তাদের দেউলিয়া হতে হবে। তাছাড়া অর্থনীতির মাপকাঠিতে যাবতীয় উপযোগিতা তাদের রয়েছে।

এখানে দুই দিক থেকে 'প্রাইভেটাইজেশন' এর পক্ষে যুক্তি দেখানো হচ্ছে – প্রথমত: সরকারের অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা ও দুর্নীতি, দ্বিতীয়ত: বেসরকারী সংস্থার কর্মদক্ষতা ও পরিচালনার কৌশল। তবে যে যুক্তিগুলো দেখানো হচ্ছে এবং যে দাবীগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে তার পেছনে বেসরকারী সংস্থাগুলোর প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে। একদিকে তারা নিজেদের সফলতার কথা যেমন সরাসরি প্রচার করে, অন্যদিকে মিডিয়াকে ব্যবহার করাসহ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে প্রচারণার মাধ্যমে সরকারের ব্যর্থতার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বর্তমান পানি সরবরাহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে প্রাইভেটাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হলে এর উন্নয়নের যে দিকগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে

- দেশের দরিদ্র শ্রেণীসহ সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সেবার মানোন্নয়ন।
- পানির অপচয় রোধ করা।
- আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে পানির মূল্য বৃদ্ধি না করা কিংবা উন্নত মানের সেবার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য সামান্য বৃদ্ধি করা।
- পানি সরবরাহ লাইনের সংস্কার, পয়ঃনিষ্কাশন বানান প্রণালীর উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করা।
- সরকারি ভর্তুকির আওতামুক্ত রাখা।
- রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা।
- দুর্নীতিমুক্ত রাখা।

এখানে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে– আমেরিকায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থানীয় পানি প্রকল্পগুলোতে ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেয়ায়

সরকারবিরোধী প্রচারণা তুঙ্গে উঠে এবং অনেকেই ধারণা করে যে সরকার কোন সমাধান নয় বরং সমস্যার নামান্তর। ফলে স্থানীয় সরকার প্রকল্প চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল না পেয়ে আন্তর্জাতিক পানি সংস্থাগুলোর সাথে বিভিন্ন চুক্তি করে। পরবর্তীতে সেবার নিম্ন মান এবং অতিরিক্ত মূল্যের কারণে চুক্তিগুলো হয় ভেঙ্গে গেছে নতুবা নবায়ন করা হয়নি। তার মানে এই ধরনের চুক্তিগুলো সমস্যাকে আরো গুরুতর করে তুলেছে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উদ্যোগকে বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করার কোন ধরনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চলছে যাতে বেসরকারী সংস্থাগুলো উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উপর এটি কী প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে কারো কোন উদ্বেগ নেই। বড় বড় বেসরকারী সংস্থার বাহ্যিক চাকচিক্য ও লোক দেখানো কর্মকান্ডে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ বাস্তবতাকে ভুলতে বসেছে। বেসরকারীকরণের পক্ষে যারা কথা বলেন তারা খুব সম্ভবত প্রকৃত সত্যকে জনগণের আড়াল করতে চান। এজন্য তাদের সবার সামনে আসা দরকার।

- বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কখনই সরকারের তুলনায় অধিক দক্ষ নয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো যত বিস্তৃত হতে থাকে ততই আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠে এবং কেবল মুনাফা অর্জনের বিষয়টি এদের কাছে প্রাধান্য পায়। জনগণকে উন্নত মানের সেবা প্রদানের যে দায়িত্ব তারা গ্রহণ করে তা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। এখানে নিযুক্ত কর্মচারীদের শ্রমের বিনিময়ে তারা লাভের পাহাড় গড়ে।

- এসব প্রতিষ্ঠান সত্যিকার অর্থে উন্নত মানের পণ্য বা সেবা কোনটাই সরবরাহ করে না। পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় মানুষ এতটাই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে তারা ভালমন্দ বিচার না করে সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্প উপায় থাকার পরেও অধিক মূল্যে সেসব পণ্য ক্রয় করে। আমেরিকায় দুই-তৃতীয়াংশ জনগণের মধ্যে বোতলজাত পানি এবং ট্যাপের পানির স্বাদ পরীক্ষা করা হয়। এই দুই ধরনের পানির মধ্যে স্বাদের কোন পার্থক্য তারা বলতে পারেনি বরং ট্যাপের পানিকে অধিক পছন্দ করে। 'বোতলজাত পানি অধিক উৎকৃষ্ট'- বিজ্ঞাপনের এই ভাষায় প্রভাবিত হয়ে বেশীর ভাগ মানুষ ট্যাপের পানি খেতে অস্বীকার করে। কিন্তু এই বোতলজাত পানি কোথা থেকে আসে? সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে সাধারণত পানি সরবরাহ লাইনের ট্যাপ থেকে পানি সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বোতলজাত করা হয় এবং পরে ট্যাপের পানিই উৎকৃষ্ট পানি হিসেবে বিক্রি করা হয়। এভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের সাথে যে প্রতারণা করে তা সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে।

- সরকার ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। যত সমস্যা সৃষ্টি হোক না কেন সরকারের মূললক্ষ্য থাকে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবাগুলোর সংস্থান করা এবং এজন্য সরকারকে জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। অন্যদিকে বেসরকারী সংস্থাগুলোর লক্ষ্য থাকে অধিক লাভ করে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। দেশের সব জনগণের জন্য সেবা সরবরাহ করা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না এবং এজন্য তাদেরকে জনগণের নিকট জবাবদিহিও করতে হয়না।

- রাষ্ট্রের সব জনগণের জন্য স্বল্প মূল্যে উচ্চ মানের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা খুব সহজ কাজ নয়। তার উপর মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি কোন না কোন ভাবে সঞ্চয়ও করতে হয়। পানির বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় স্বাভাবিক ভাবেই রক্ষণাবেক্ষণে বরাদ্দকৃত অর্থ কাটছাঁট করে এই সঞ্চয় করা হয়। এর ফলে স্বল্প মেয়াদী লাভের জন্য পুরো প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্থ এই সেবা ব্যবস্থাটি পুনরায় সরকারের অধীনে চলে আসে এবং সমগ্র পানি সরবরাহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাসের জন্য সরকারকে মাসুল গুনতে হয়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান গুলোর এই ব্যাপারে কোন দায়বদ্ধতা থাকে না। বরং তারা তাদের অর্জিত মুনাফা নিয়ে সরে দাঁড়ায়।

- যতই উপেক্ষা করতে চাওয়া হোক দরিদ্রদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা থাকে কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর এটি থাকে না।

- সরকারের অভ্যন্তরে যে দুর্নীতি চলে তার উল্টো পিঠেই মূলত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা অর্জনের বিষয়টি যুক্ত। অর্থাৎ এ দু'টি একই ব্যাপার। কোন একটি সেবার বিনিময়ে অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে লাভের অংক বাড়িয়ে দেয়াকে দুর্নীতিই বলা হয়। কিন্তু বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় এই দুর্নীতিকে কেউ হয়ত আমলে নেয় না। নইলে সরকারের ক্ষেত্রে যা দুর্নীতি বেসরকারী ক্ষেত্রে তা কেবল মাত্র মুনাফা অর্জন হয় কি করে? অনেকেই দুর্নীতি দমনের জন্য কাজ করে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কিন্তু সংস্থাগুলোর এ ধরনের মুনাফা অর্জনের বিরুদ্ধে কাউকে কথা বলতে শোনা যায় না।

- সরকারকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য বা সরকারের যে কোন সিদ্ধান্তে মতামত প্রদানের অধিকার রাষ্ট্রের নাগরিকদের রয়েছে। কারণ এই নাগরিকরাই সরকারের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার তুলে দেয়। কিন্তু বেসরকারী সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে গ্রাহকদের কিছুই করার থাকে না। পানি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীবজগতের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য উপাদান।

এই সম্পদের উপর জনগণের একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে। কিন্তু যখন পানি বেসরকারী মালিকানায় চলে যায়, জনগণকে নিজেদের এই সম্পদ উচ্চমূল্যে কিনে নিতে হয়, তখন করার আর কিছুই থাকে না। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের এক ধরনের উপায়শূন্য হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সরকারের উপর রাগ করে কারো পানির ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার ও কোন সুযোগ কিংবা বিকল্প ব্যবস্থাও নেই। তাই হয় দাম দিয়ে পানি কিনতে হবে নতুবা মরতে হবে।

সুতরাং সরকারী সেবা খাতগুলোকে বেসরকারীকরণে বিরোধিতা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ এই সেবাগুলো রাষ্ট্রের সম্পদ, জনগণের সম্পদ, সরকার কেবল তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে। তাই এই সেবা ও সম্পদ বিক্রি করারও কোন অধিকার তাদের নেই। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদগুলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা উচিৎ। দ্বিতীয়ত, বেসরকারীকরণের ফলে এই সেবাগুলোর মান বা দক্ষতা কোনটাই বৃদ্ধি পায় না। ববং বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে বেসরকারীকরণের ফলে সেবা খাতগুলো চরম দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আর ভুক্তভোগী হয় সাধারণ জনগন।

রাশিয়ায় প্রাইভেটাইজেশনের পক্ষে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে ধনীরা আরো বিত্তশালী ও প্রভাবশালী হয়েছে অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান এতটাই নিচে নেমে গেছে যে তাদের টিকে থাকা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অথচ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার আগেও মানুষকে এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয়করণের এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই দেশগুলো IMF এর প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে। অতি ধনী ও প্রভাবশালী কর্পোরেশনগুলোর জন্য নয় বরং নিজেদের লাভের জন্য তারা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

বাজারের বাস্তব পরিস্থিতি বলে যখন কোন জিনিসের দাম খুব বেড়ে যায় তখন লোকজন তা কেনা বন্ধ করে দেয়। তবে এখানে তারতম্য রয়েছে। কিছু জিনিস আছে যেগুলোর দাম বেড়ে গেলে মানুষ না কেনার সিদ্ধান্ত নেয় কারণ এতে দৈনন্দিন জীবনে খুব বেশি প্রভাব পড়ে না। কিন্তু কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলোর দাম যতই বাড়ুক না কেন মানুষের না কিনে উপায় থাকে না।

এর মধ্যে পানি, বিদ্যুৎ অন্যতম। যা ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। এগুলোর দাম আশংকোজনক হারে বেড়ে গেলেও মানুষ কিনতে বাধ্য। এই পরিস্থিতিতে সরকার কোন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানিগুলো ঠিক এই জায়গায় পুরোপুরি সুবিধা লুফে নেয়।

বেসরকারীকরণ: আমাদের শিক্ষা

আমেরিকায় জর্জ বুশের শাসনামলে প্রাইভেটাইজেশনের ফলে দেশটিতে এমন নাজুক ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যার ফলে সরকার এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, বিভিন্ন কর্পোরেশনের সহায়তা ছাড়া জণগণের মৌলিক সেবাগুলো সঠিক সংস্থান এরা করতে পারছিলো না। কর্পোরেশনগুলো সেই সুযোগে জনগনের করের টাকায় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। এখন যদি সরকার বিশেষজ্ঞ এবং যন্ত্রপাতিগুলো ফিরে পেতে চায় তাহলে সরকারকে পুনরায় তা অনেক বেশি মূল্যে কিনে নিতে হবে।

IMF নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ১৯৯০ সালের দিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য যে কাঠামোগত সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছিল (যেখানে প্রাইভেটাইজেশনও অন্তর্ভূক্ত ছিল) তা ছিল 'অবিবেচনা প্রসূত', 'প্রয়োজনের তুলনায় বিস্তৃত' এবং'সংকট সমাধানের জন্য যথার্থ নয়'। এই নিরীক্ষণে আরো বলা হয় কতটুকু কাজে আসবে এই বিবেচনা না করতে সমস্যা বা সংকটের সুযোগ নিয়ে সংস্কারের নামে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ কার্যতালিকা দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়া মোটেই উচিৎ নয়।

সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদকে যখন ব্যক্তিমালিকানাধীন করে ফেলা হয় তখন সেবার মান বৃদ্ধি বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনটাই হয় না। বরং এর ফলে সম্পদগুলো বড় বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দখলে চলে যায়। বিস্ময়কর বিষয় হল প্রাইভেটাইজেশনের জন্য ধর্ণা দিতে গিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের বিভিন্ন সেবাখাতে উন্নয়নের জন্য এক পয়সাও খরচ করতে চায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বলিভিয়ায় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দেশের পানি ব্যবস্থা কিনে নেয়ার পর একজন সরকারী কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রাষ্ট্রকে প্রদেয় টাকার সাক্ষ্য- প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন কারণ প্রাইভেটাইজেশনের জন্য লবিং করতে গিয়ে সব টাকা আমেরিকার হস্তগত হয়।

এ ক্ষেত্রে বলতে হয় প্রাইভেটাইজেশনের নাম উৎকোচায়ন বললে কি খুব ভুল হবে? ব্রাজিলে একটি প্রাইভেট কোম্পানী দেশটির বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ক্রয় করার পর ৪০% কর্মচারীকে ছাটাই করে দেয়। অভিজ্ঞ কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করার ফলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে সেখানে ভয়াবহ লোডশেডিং শুরু হয়। পাশাপাশি বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়। তাহলে জনগণ কি মতামত প্রদান করবে প্রাইভেটাইজেশনের ফলে তারা ভাল সেবা পেয়েছে?

প্রাইভেটাইজেশনের আড়ালে কারা লাভবান হচ্ছে

জনগণের চাহিদার কারণে বা রাষ্ট্রীয় খাতের তুলনায় বেসরকারী খাত কতটা দক্ষতা প্রমানের জন্য প্রাইভেটাইজেশন করা হচ্ছে না। 'বরঞ্চ WB, ADB, IMF এবং এদের সহযোগী সংস্থাগুলোর ক্রমাগত চাপের কারণে দেশে দেশে প্রাইভেটাইজেশনের জাল বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে মনে জিজ্ঞাসা তৈরী হয়– বেসরকারী খাত যদি কর্মনৈপুণ্যের দিক থেকে সরকারী খাতকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে দেশগুলোকে সম্মত করাতে এত চাপ প্রয়োগের কি প্রয়োজন?

সেবা ব্যবস্থাপনা বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া কি জনগণের দাবী হওয়ার কথা নয়? কিন্তু সেটাতো ঘটছে না। এখানে বরং বিপরীত চিত্রই দেখা যায়, জনগণ এর বিরুদ্ধাচারণ করছে।

বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য সংস্থাগুলো বলে থাকে প্রাইভেটাইজেশনের ফলে দুর্নীতি থেকে শুরু করে অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা এই সমস্যাগুলো নিরসন সম্ভব হয়েছে। তারা আরো বলে, যে কাজ সরকার ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে না বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করে।

সরকার যদি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় সর্বোচ্চ শাস্তিস্বরূপ তাকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হয়। আর অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেউলিয়া হয়ে যেতে হয়। ফলে তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য নিরন্তর ভালো সেবা দেয়ার চেষ্টা করে।

এখানে দুটি সত্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে প্রথমতঃ সরকার জনগণের সেবায় সংকল্পবদ্ধ এবং জনগণের নিকট দায়বদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ প্রতিষ্ঠানগুলো কেবলমাত্র তাদের হিস্যাদারের নিকট দায়বদ্ধ এবং তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে মুনাফা অর্জন, সেবার মানোন্নয়ন নয়। আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহ স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে প্রাইভেটাইজেশন মানে উচ্চ মূল্য, নিম্ন মানের সেবা, জনগণের সাথে প্রতারণা বা জনগণের প্রতি অবিচার করা।

আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিশ্বব্যাংক সারাক্ষণ একটি মন্ত্রই জপ করছে, Privatize, Privatize, Privatize। বিশ্বব্যাংক যদি দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য প্রাইভেটাইজেশনের পক্ষে সাফাই গেয়ে থাকে তাহলে এই সত্য অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে দেশে দেশে তাদের এই ফর্মুলা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যদি বড় বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এটি করে থাকে তবে এই জায়গায় বিশ্বব্যাংক দারুনভাবে সফল হয়েছে!

প্রাইভেটাইজেশন সম্পর্কিত তিক্ত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার কারণে বর্তমানে এর একটি বন্ধুত্বসুলভ ও শ্রুতিমধুর নামকরণ করা হয়েছে Public Private Partnerships বা PPP। যাকে বলা হচ্ছে মালিক নয় বরং বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং এতে সরকারী বেসরকারী সংস্থাগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের দীর্ঘস্থায়ী 'partnership' এর ক্ষেত্রে দেখা যায় রাষ্ট্র তার মালিকানাধীন বিভিন্ন সম্পদ পরিচালনার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এই সম্পদগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

আসলে Partnership এবং Privatization এর আড়ালে প্রকৃতভাবে লাভবান হচ্ছে কারা? বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (যারা প্রায়ই উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলোকে স্বল্পমূল্যে লুটে নিজেদের হস্তগত করে), প্রতিষ্ঠানের হিস্যাদার এবং সেই সব কর্মী যারা প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন করতে চায়। তাহলে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়? দরিদ্রদের কথা না হয় নাই বললাম কারণ তারা প্রতিদিনের জীবনের জন্য অপরিহার্য সেবাগুলোর অধিকার থেকে প্রথমদিকেই বঞ্চিত বরং মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হয় কারণ সিস্টেমের সেবা প্রাপ্তির জন্য তাদের বেশী দাম দিতে হয়।

পানি বেসকারীকরণ

পানির বেসরকারীকরণ নতুন কোন ঘটনা নয়। উনিশ শতকে আমেরিকায় পানি বেসরকারীকরণ করা হয় এবং পরে পুরো প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হওয়ায় সরকার নিজের মালিকানায় পানি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া তৈরী করে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি অতীতের শিক্ষা এখন সকলেই ভুলতে বসেছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে দশটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পানি সরবরাহ করছে এবং বিশাল মুনাফা অর্জন করছে। এর মধ্যে প্রধান তিনটি ১০০ দেশের ৩০ কোটি মানুষের মধ্যে পানি সরবরাহ করছে, দশ বছর আগেও যার অন্তর্ভূক্ত ছিল ১২টি দেশের ৫.১ কোটি মানুষ। এখনও পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের পানি ব্যবস্থাপনার ১০ শতাংশের কম ব্যক্তি মালিকানার আওতাধীন হয়েছে। তবে এটি যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ধারণা করা যায় আগামী এক দশকের মধ্যে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় পানি ব্যবস্থার ৭০ শতাংশেই প্রধান তিনটি বেসরকারী পানি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রনে চলে যাবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর ব্যাপক হারে বাণিজ্যিকীকরণের আড়ালে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হল WB ও IMF এর মত প্রভাববিস্তারকারী দাতা সংস্থাগুলোর আর্থিক সাহায্য বা ঋণ প্রদানের নামে বিভিন্ন কারসাজির আশ্রয় নেয়া। ঋণ প্রত্যাশী দেশগুলোকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলো যেসব শর্ত আরোপ করে তার মধ্যে প্রাইভেটাইজেশন বা বাণিজ্যিকীকরণ অন্যতম। আকণ্ঠ ঋণের জালে আবদ্ধ দেশগুলো এই শর্ত পূরণ করতে বাধ্য হয়। ২০০০ সালে IMF, IFC - র মাধ্যমে যে ৪০টি ঋণ বিতরণ করে তার মধ্যে ১২টির ক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য ছিল- 'পানি সেবার আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ বেসরকারীকরণ'। এই শর্তে আরো অন্তর্ভূক্ত ছিল কোন প্রকার ভর্তুকি প্রদান ব্যতীত এমনভাবে পানিনীতি নির্ধারণ করতে হবে যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ মূলধন উঠে আসে। এর ফলে ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলোতে পানির দাম এতটাই বেড়ে যায় তা দরিদ্রদের সামর্থ্যের বাইরে চলে যায়। কিন্তু এরপরও অতিরিক্ত মূল্যে পানি ক্রয় করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। এখানে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত আফ্রিকার দেশ ঘানার উদাহরণ টানা যেতে পারে। সেখানে WB ও IMF নীতির চাপে বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে এমনভাবে পানির মূল্য নির্ধারণ করা হয় যার ফলে দরিদ্রদের আয়ের প্রায় ৫০% পানি কিনতে খরচ হয়ে যায়।

আরো একটি বিষয় লক্ষনীয়, World Bank মূলতঃ বৃহৎ পানি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়গুলোর দিকেই নজর দেয়, কোন দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের দিকে নয়। আর এজন্যই পানি সংক্রান্ত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তারা একটি বিনিময়

প্রথা মেনে চলে। অর্থাৎ বিষয়টি এমন দাঁড়ায়, 'আমরা (WB) তোমাদের পানির জন্য ঋণ দিচ্ছি, তোমরা পানিকে বেসরকারী খাতে স্থানান্তর কর'। আর পানিকে বেসরকারী খাতে স্থানান্তর করা মানে এর মালিকানা পানি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট হস্তান্তরিত হওয়া। ইউরোপসহ উন্নত বিশ্বে এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতার যে পরিচয় নথিভুক্ত হয়েছে তা হলো; বিপুল অংকের মুনাফা অর্জন, পানির মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি, ব্যবসায়িক লেনদেনে অস্বচ্ছতা, অসচ্ছল গ্রাহকদের পানি সংযোগ কেটে দেয়া, পানির গুনগত মানের হ্রাস, উৎকোচ আদান-প্রদান ও দুর্নীতি। তবে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ বা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় দেশে দেশে এসব পানি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি অনেকক্ষেত্রে তাদের ত্বরিত গতিতে চুক্তি বাতিল করতে হয়েছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনঅসন্তোষের সম্মুখীন হয়েও বিশ্ব ব্যাংক পানি বেসরকারীকরণ প্রকল্পে অর্থায়নের পরিমান ২০০৩ থেকে ২০০৪-এ ৩ গুন বাড়িয়ে দেয়। কারণ পানি সংস্থাগুলো এমন একটি বিনিয়োগের নিশ্চয়তা চায় যার মাধ্যমে তারা তাদের লাভের মাত্রা ঠিক রাখতে পারে। এর ফলে তারা সেসব জায়গায়ও কাজ করতে প্রস্তুত যেখানে তাদের উপস্থিতি প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে।

পানি বেসরকারীকরণের প্রায় শতবর্ষের অভিজ্ঞতার আলোকে, বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, শুধুমাত্র কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক বেসরকারীকরণের সুফল সংক্রান্ত মিথ্যা প্রচারণায় প্রলুব্ধ হয়ে এর সম্ভাব্য পরিণতি অস্বীকার করা অজ্ঞতারই নামান্তর। অথচ পানি বেসরকারীকরণের ফলে প্রভূত সমস্যার সমাধান, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নসহ নানা অলীক ধ্যান ধারণার বশবর্তী হয়ে বিশ্বজুড়ে অগণিত জনপদে পানিকে বেসরকারী খাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়া ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন ঘটনা থেকে দেখা যায় যেসকল সমস্যা সমাধানে এই ব্যর্থ প্রয়াস সেগুলোর কোন সুরাহা হয়ই না বরঞ্চ সমস্যার উপর আরো সমস্যা তৈরী হয়ে জটিল আকার ধারণ করে, যেখান থেকে উত্তরণ মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং তাদের দোসররা যতই দাবী করুক না কেন কার্যদক্ষতা ও কৌশলে শ্রেষ্ঠত্বের কোন নজির তাদের নেই।

যদিও তারা প্রচার করে অধিক পুঁজি বিনিয়োগ এবং Labour cost কমিয়ে এনে সীমিত শ্রমিকের সাহায্যে অধিক কাজ করিয়ে পণ্যের মূল্য কম রাখার নীতি তারা মেনে চলে, সম্প্রতি প্রকাশিত Public Private Infrastructure Advisory Facility - এর একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় এর সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ। বরঞ্চ এটিই সত্য - বেসরকারী সংস্থাগুলো অন্যের শ্রমের বিনিময়ে নিজেদের অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে মুনাফা লুফে নিচ্ছে, শ্রমিকের শ্রম ও ভোক্তার চাহিদা উপেক্ষিত হচ্ছে।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। যারা প্রাইভেটাইজেশনে বিশ্বাসী তাদের মতে এটি অপচয় রোধ করে, অপব্যবহার বন্ধ করে। প্রশ্ন হলো সেটি কীভাবে সম্ভব? পানির মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে? সরকারী ব্যবস্থাপনায় যা ধনী-গরীব সবার নাগালের মধ্যে থাকে বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় তা গরীবদের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। তার মানে যে সেবা প্রাপ্তির সামর্থ্য নেই সেটা অপচয় করার অধিকারও নেই। এ যেন গরীবদের পানির মত জীবন রক্ষাকারী সেবা সরবরাহ প্রাপ্তি অপচয় ছাড়া কিছু নয়। এমনকি তাদের বেঁচে থাকাটাও প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয়। বরং গৃহস্থালী, কৃষি, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি যেসব এলাকায় পানির যথাযথ ব্যবহার হয় (!) সেখানেই পানি সরবরাহ নিয়মিত করা দরকার। সুতরাং 'গরীবদের পানি ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করে দাও, এজন্য পানির মূল্য বাড়িয়ে দাও'। এভাবে পানি প্রাইভেটাইজেশন ইস্যুতে পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মতামতের প্রেক্ষিতে একটি প্রশ্নই সামনে চলে আসে। অগুনতি বেসরকারী সংস্থার হাতে জনগণের সম্পদকে তুলে দেয়ার পরিবর্তে এর চলমান সমস্যাগুলো কেন যথাযথভাবে নিরূপণ করা হচ্ছে না? পানি প্রধান সমস্যা যদি অব্যবস্থাপনা বা দুর্বল ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে তবে সরকারের অভ্যন্তরেই এর প্রতিকার করা যুক্তিযুক্ত। পাশাপাশি জনগণের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে পানি সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সরকারের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিন্তু তা না করে পানিকে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে স্থানান্তর করা হচ্ছে যারা কিনা নীতিগত এবং কৌশলগত কোন দিকেই তাদের দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত নয়। এমনকি তাদের ক্রিয়াকলাপ ও পানি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়ে সরকার এবং দেশের মানুষকে কোন স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করে না।

সরকারী মালিকানায় যেসকল ব্যর্থতার দিকে নির্দেশ করা হয় সেসব সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক বেশী ব্যর্থতা নথিভুক্ত হয়ে আছে। BOT (Build, Operate, Transfer) চুক্তিসহ বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনে দুর্নীতি, অসমর্থতা, পরিচালনায় অদক্ষতা, সেবার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সৃষ্টির নামে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটির ভিত নড়বড়ে করে বিন্দুমাত্র এর দায়ভার গ্রহন না করে সরে যাওয়া- এই সব উদাহরণ সংস্থাগুলোরই তৈরী।

উপরের বিভিন্ন আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো উঠে আসে তা সংক্ষেপে নীচে লিপিবদ্ধ করা হল–

১। সরকারী ব্যবস্থাপনায় সেবা প্রাপ্তির জন্য জনগণকে যতটুকু মূল্য প্রদান করতে হয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সে তুলনায় অনেক অনেক বেশী মূল্য ধার্য করে।

২। বানিজ্যিক সংস্থাগুলোর আসল লক্ষ্য পানির অপচয় রোধ নয় বরং তারা চায় মানুষ বেশী বেশী পানি ব্যবহার করুক। কারণ তাদের মুল উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ নয় বরং একে নিঃশেষ করে দেয়া।

৩। সেবা সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় খরচ কম করে যাতে লাভের পরিমান বৃদ্ধি করা যায় সেজন্য তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এর মধ্যে রয়েছে অধিকাংশ শ্রমিক ছাঁটাই করা, পানি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, রক্ষণাবেক্ষণে বিনিয়োগ না করা ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে সরবরাহকৃত পানির গুণগতমান এতটাই নীচে নেমে যায় যে তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এভাবে এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ সেবা প্রক্রিয়ার অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে এবং তখন প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্থ সেবা ব্যবস্থাটিকে সরকারের নিকট হস্তান্তর করে সরে পড়ে।

৪। কোম্পানীগুলো তাদের কাজে কোন ধরণের স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা রাখে না। যার ফলে, চুক্তি অনুযায়ী তারা কতটুকু কাজ করছে বা ঐ সেবার কতটুকু উন্নয়ন করছে-সাধারণ নাগরিকেরা এ বিষয়ে কোন ধারণা করতে পারে না। প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বাজার বা ক্রিয়া কৌশল এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে সরকারের পক্ষেও কোন তথ্য প্রাপ্তি বা কোন নিরীক্ষা চালানো সম্ভব হয় না।

৫। যেহেতু জনগণের ভোট প্রদানের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত হয় তাই সরকার জনমতকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেয়। কিন্তু জনগণ যদি বুঝতেও পারে যে তারা প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক প্রতারিত বা বঞ্চিত হচ্ছে তবুও তাদের মতামত জানানোর, ভোট প্রদানের বা যোগযোগের কোন পথ নেই।

৬। বানিজ্যিক সংস্থাগুলো প্রায়ই সেবা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা লঙ্ঘন করে ক্রমাগত মূল্য বাড়াতে থাকে। ফলে গরীবরা তাদের সেবা প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় কেন না বর্ধিত মূল্য প্রদান করা তাদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে না। অনেক সময় তাদের কোম্পানী কর্তৃক সরবরাহকৃত দুষিত পানি দিয়ে প্রয়োজন মেটাতে হয়।

৭। পানি আসলে এমন একটি সেবা যেটিকে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কেননা অঞ্চলভেদে পানির প্রয়োজনীয়তা ও এর সমস্যাগুলো ভিন্ন। জীবনরক্ষাকারী এই সেবাকে আর্থিক মানদন্ডে বিচার করা কখনই গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং বড় বড় সংস্থার কাছে এর মালিকানা তুলে দিয়ে ব্যবসা করা অনৈতিক।

৮। অনেক সময় কোম্পানীগুলো চুক্তির আওতায় স্থানীয় পানির উৎসগুলোকে নিজেদের ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহার করে। স্বল্পতম মূল্যে পানির উৎসগুলো ক্রয় করে শতগুণ বা হাজারগুণ বেশী মূল্যে অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের মূল্যবান এই সম্পদ ব্যবহারের অধিকার হারায় এবং চূড়ান্তভাবে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া যথা এই পানির উৎসগুলো অধিকমূল্যে ক্রয় করে তারা বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করায় পরিবেশও হুমকির সম্মুখীন হয়।

৯। সরকারের অভ্যন্তরে যে দুর্নীতির কথা বলা হয় সে তুলনায় বড় সংস্থাগুলো মালিকানা গ্রহণ করে এবং সেবা পরিচালনায় যে সীমাহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থা তৈরী করে তা নিয়ন্ত্রণ বা দমন করার জন্য নেই কোন শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কমিটিও। এমনকি কোন আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বছরের পর বছর এর কোন সুরাহা হয় না।

এই ধরনের বিভিন্ন নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণে বিশ্বজুড়ে পানি বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে প্রবল জনপ্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। অসংখ্য জনপদে পানিকে পুনরায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে, বিভিন্ন বহুজাতিক পানি সংস্থার আগমন প্যারিস শহরেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

রাষ্ট্রের মালিক জনগণ
সরকার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র।
রাষ্ট্রীয় সম্পদ
জনগণের মতামত ছাড়া
হস্তান্তর করা উচিত নয়।
পানি বানিজ্যিকীকরণ
বন্ধ করা হোক।
Keep water in public hands
Water is our life
আমাদের পানি, আমাদের জীবন
deshERjonno@ymail.com
© Desher Jonno

কেস স্টাডি

আর্জেন্টিনাঃ আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আয়ারস-এ পানি বেসরকারীকরণ করার পর যে কোম্পানী এর মালিকানা পায় তারা যদিও দাবি করেছিল যে পানির মূল্য ২৭% কমিয়ে আনা হবে, কিন্তু আসলে পানির মূল্য ২০% বাড়িয়ে দেয়া হয়। উপরন্তু নগর পানি ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত প্রায় অর্ধেক কর্মচারীকে চাকুরী থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। এভাবে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। অথচ চুক্তি অনুযায়ী নতুন পয়নিষ্কাশন প্রণালী স্থাপনে তারা ব্যর্থ হওয়ার ফলে শহরের ৯৫% পয়বর্জ্য সরাসরি নদীতে গিয়ে জমা হয়।

ইন্দোনেশিয়াঃ ২০০৭ সালে নর্থ জাকার্তার একাংশে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পানি সরবরাহ লাইনে ত্রুটি দেখা দেয় ফলে পাইপ লাইনে পানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এতে সেখানে ভয়ংকর ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়, যার ফলে ১২ জন শিশু মৃত্যুবরণ করে এবং শতাধিক চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়।

দক্ষিন আফ্রিকাঃ 'সবার জন্য পানি' এই সাংবিধানিক অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ২ বছরের মধ্যে ১ কোটিরও বেশী লোকের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। কেননা সদ্য বেসরকারী খাতে স্থানান্তরিত এই সেবা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত মূল্য প্রদানের সামর্থ্য তাদের ছিল না।

বলিভিয়াঃ বিশ্বব্যাংকের চাপের মুখে পানিকে বেসরকারীকরণ করার পর পানির দাম তিন গুন বেড়ে যায়। ফলে হাজার হাজার মানুষ কোন রূপ সহিংসতা ছাড়া এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। সরকার তখন প্রতিবাদী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের সাহায্য নেয় যা সহিংস ঘটনায় রূপ নেয়। অবশেষে সরকার পিছু হটে এবং প্রতিষ্ঠানটির সাথে চুক্তি বাতিল করে। চুক্তি বাতিলের পর বেসরকারী কোম্পানীটি (Bechtel) তাদের ২.৫কোটি ডলার ক্ষতির (ভবিষ্যত লাভের পরিমান) জন্য সরকারকে অভিযুক্ত করে।

মেক্সিকোঃ মেক্সিকোয় বেসরকারী-করণের ফলে পানির মূল্য আকস্মিক বৃদ্ধি পায়, এতে যারা বর্ধিত মূল্য প্রদান করতে পারেনি তাদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এসময় পানির গুণগত মান হ্রাস পায়, এমনকি পানি সরবরাহ লাইনের অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিনিয়োগেও তারা ব্যর্থ হয়।

মালয়েশিয়াঃ মালয়েশিয়ায় বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রচুর তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যদিও বর্তমানে দেশটিতে পানি সেবাকে পুনরায় রাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে। প্রেস রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন অনিয়ম যেমন- কোন ধরণের দরপত্র জমা না দিয়ে চুক্তি প্রাপ্তি, অর্থ ও হিসাব পত্র সংক্রান্ত দুর্নীতি, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা ফিস দাবি করা, কাজে চূড়ান্ত রকমের অদক্ষতা ইত্যাদি ব্যতীত সেবা ব্যবস্থায় কোন উন্নয়ন বা সাফল্য বেসরকারী কোম্পানীগুলো দেখাতে পারেনি। উপরন্তু বেসরকারি পরিচালনায় দ্বিগুন মূল্যে সেখানকার জনগণকে পানি কিনে নিতে হয়েছে।

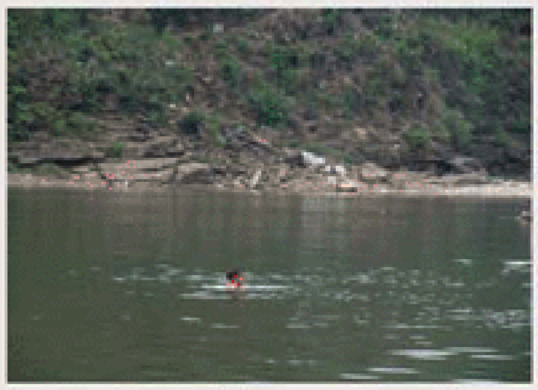

যুক্তরাষ্ট্রঃ যুক্তরাষ্ট্রে পানি বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের পর শহর থেকে শহরে কেবল সমস্যার উপর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া গেল।

- Indiana অঙ্গরাজ্যের Indianapolis শহরে একটি প্রাইভেট কোম্পানীর সাথে চুক্তির প্রথম বছরেই গ্রাহকদের অভিযোগ তিনগুন বেড়ে গেল।

- Wisconsin অঙ্গরাজ্যের Milwankee শহরে একটি কোম্পানী বিদ্যুৎ বিল কমানোর জন্য পাম্প বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত বর্জ্যপদার্থগুলিকে মিশিগান লেকে ফেলে দেয়। এতে লেকের পানি দূষিত হয়ে পড়ে।

- দূষিত ও নোংরা পানি সরবরাহ,পানি প্রবাহে নিম্নচাপ সহ বিভিন্ন দিকে চূড়ান্ত অদক্ষতার কারণে Georgia-র Atlanta শহরে স্থানীয় সরকার চুক্তির চার বছর পর সংশিষ্ট কোম্পানীকে প্রত্যাখান করে।

- জনগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখেও একটি বেসবল স্টেডিয়াম তৈরির জন্য অর্থ প্রাপ্তির আকাঙ্খায় California-র Stockton-শহরের মেয়র উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে জোরপূর্বক পানিকে বেসরকারী কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করেন। এই কোম্পানী পানির মূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক রদবদল করে। ফলশ্রুতিতে সেখানে অসংখ্য সমস্যা দেখা দেয়। পানির পাইপ লাইনে (Leakage) দ্বিগুণ হয়ে যায়, রক্ষণাবেক্ষণে বকেয়া কাজ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। পয়সা বাঁচানোর জন্য গন্ধ নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক ব্যবহার না করার কারণে পয়নিষ্কাশন প্রনালী থেকে প্রচন্ড দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। নগর কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানিয়ে কোম্পানীর লোকেরা অপরিশোধিত পয়ঃবর্জ্য নদীতে ফেলে দেয় যার ফলে জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়। দীর্ঘদিন আদালতে লড়াই করার পর অবশেষে কোম্পানী কাজ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বাবদ কোটি কোটি টাকা সরকারের কাঁধে বোঝা হয়ে চেপে বসে।

বাংলাদেশঃ বাংলাদেশে ADB-র অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন পানি প্রকল্পগুলো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির আড়ালে ADB আসলে জনগণের প্রয়োজনের প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়নি। এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ Khulna Jessore Drainage Rehabilitation Project (KJDRP)। এই প্রকল্পে ADB জনগনের চাহিদাকে সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষা করে নিজস্ব প্রকৌশল বিদ্যার উপর ভিত্তি করে, নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় স্থানীয় জনগণের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল এবং এই প্রকল্পটি কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, বরং এর ফলে সেখানকার পরিবেশ গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয় কিন্তু KJDRP-র Project completoin Report-এ স্থানীয় জনগণের এই প্রতিরোধ ও আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা হয়নি, এমনকি ADB জনগণের সিদ্ধান্তের সাথে একীভূত হয়ে কাজ করেনি তাও উল্লেখ করা হয়নি। একজন সমালোচকের দৃষ্টিতে, "কাঠামোগতভাবে ADB আসলে সাধারণ মানুষের কথা শুনতে এবং তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে অক্ষম।"

সম্প্রতি ADB প্রকল্পের অধীনে এবং ADB-র মডেল অনুসারে বাংলাদেশে সরকার জাতীয় পানি নীতির খসড়া চূড়ান্ত করেছে। ADB এবং বাংলাদেশ- উভয় পানি নীতিতে একটি উদ্দেশ্যই স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হল বিনিয়োগকৃত অর্থ যথাযথভাবে তুলে আনা (Cost recovery) ও প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণ সহজতর করা।

সুপারিশ

যখন কোন কিছু ভেঙ্গে যায় তখন আমরা কি করি? একে ছুঁড়ে ফেলে দিই নাকি জোড়া লাগানোর চেষ্টা করি? প্রাইভেট কোম্পানী, মুনাফা অর্জনই যাদের একমাত্র লক্ষ্য তাদের কাছে পানির মালিকানা হস্তান্তরের পূর্বে সরকারের কি ভেবে দেখা উচিত নয় যে তারা নিজেরা সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারে কিনা ? পানির মত জীবন রক্ষাকারী সম্পদকে সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারকে সহযোগিতা না করে বিশ্বব্যাংক এবং তার মিত্ররা একে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য কেন এত চাপ প্রয়োগ করছে?

বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন শহরে, যেখানেই পানিকে বেসরকারীকরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে সেখানেই বিপর্যয় নেমে এসেছে। পানির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এর গুনগত মান হ্রাস পেয়েছে। এভাবে স্থানীয় জনসাধারণকে পানির কষ্টে নিঃশেষ করে দিয়ে তারা তাদের পরবর্তী লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। অর্থাৎ ধ্বংসপ্রায় সেবা ব্যবস্থাটি এবং বিশাল মেরামত খরচ সরকারের উপর চাপিয়ে দিয়ে লাভের অংশ নিয়ে তারা তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যায়। সরকার যদি ভেবে চিন্তে এবং পরিকল্পিতভাবে কাজ করত, তাহলে দেশের সব জনগণের স্বার্থে ও অর্থ অপচয় রোধে উদ্যোগ গ্রহণ করতো। তারা কখনই পানির সেবাকে বেসরকারীকরন করতো না। সরকারের অবশ্যই বেশ কিছু বিষয় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন:-

১। পানিকে জীবন বলা হয়। কিছুতেই এই জীবন রক্ষাকারী সম্পদের নিয়ন্ত্রণ প্রাইভেট কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়া যাবে না। পানি বাণিজ্যিকীকরণ বেআইনী ঘোষনা করতে হবে যেমনটা করা হয়েছে উরুগুয়ে এবং নেদারল্যান্ডে।

২। স্বীকার করে নেওয়া ভাল- 'পানি মানুষের মৌলিক অধিকার, কোন গুরুত্বপূর্ন অর্থনৈতিক দ্রব্য নয়'। সরকারকে প্রতিটি মানুষের ন্যুনতম মৌলিক প্রয়োজনগুলো সম্পন্ন করার জন্য বিনামূল্যে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। পানিকে যদি 'অর্থনৈতিক দ্রব্য' হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যে কোন পন্য দ্রব্যের সাথে তুলনা করা হয় তবে যাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে কেবল তারাই পানি ব্যবহারের সুযোগ পাবে। বেঁচে থাকার অন্যতম উপাদান পানির প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নেয়া উচিত নয়।

৩। দেশের আপামর জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টি এবং তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। পানি সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা সমাধানে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে। পানির অপচয় রোধে তাদের সহযোগিতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ন।

৪। পানি সরবরাহ ও অপচয় রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পাশাপাশি পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো তদারক করার জন্য নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করতে হবে।

৫। মনে রাখা দরকার বড় বড় সম্পদশালী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ সাহায্য (ভর্তুকি প্রদান) ও সহযোগিতা করা নয়, দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় সেবাগুলো সরবরাহ করাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব।

৬। U. S. Water declaration এর মূল তত্ত্ব অনুসরণ করা - "পানির মত নিত্যপ্রয়োজনীয় ও সকলের জন্য অপরিহার্য সেবাকে বাণিজ্যিকীকরণ করা বা সাধারণ পণ্যদ্রব্য হিসাবে বিবেচনা করা যা অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় রপ্তানী করা উচিত নয়।"

আমরা নিজেদের কি ভাবতে পছন্দ করি? নাগরিক নাকি ভোক্তা? একজন ভোক্তা অর্থের বিনিময়ে ভাল সেবা আশা করে এটাই স্বাভাবিক, কেননা সে জানে সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানটি যদি এই জায়গায় ভাল কাজ দেখাতে না পারে তাহলে তারা পুনরায় ব্যবসায়িক চুক্তি করতে পারবে না। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোও আসলে সবচেয়ে ভালো সেবাটা আমাদের দিতে পারে না, বরঞ্চ তাদের বাহ্যিক চাকচিক্য ও পণ্যের আকর্ষনীয় সব বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে বিভ্রম সৃষ্টি করে। কিন্তু সরকার যদি নিজেকে এই রূপে দাঁড় করায় তাহলে সেখানে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয় বইকি। কারণ যে অর্থ দিয়ে সেবা কিনে নিতে পারবে না তার কি হবে? আসলে 'নাগরিক' এবং 'ভোক্তা' এই দু'টি শব্দকে বেশীর ভাগ সময় আমরা এক করে ফেললেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য ব্যবহার জীবনের একটি সীমিত দিকমাত্র। তাছাড়া আমরা আমাদের নাগরিক জীবনের সকল প্রয়োজন বাজার বা শপিং মলে গিয়ে মেটাতে পারি না। এখানেই নাগরিকত্ব এবং অধিকারের বিষয়টি চলে আসে। আসলে নাগরিকত্ব মানেই দেশের প্রতি অধিকার, দেশের সম্পদের প্রতি অধিকার। এই অধিকার অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করার বিষয় নয় বরং নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য। যেটা ভোক্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং নাগরিক হিসেবে আমরা অধিকার ভোগ করব নাকি ভোক্তা হয়ে অর্থ দিয়ে অধিকার ক্রয় করব সেটা আমাদেরই ঠিক করতে হবে।

Asian Development Bank (ADB) - এর পানি নীতি অনুসারে পানি হল "সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থনৈতিক দ্রব্য।" এই ধরনের উক্তির ফলে 'বেঁচে থাকার জন্য পানি যে অত্যন্ত অপরিহার্য এই অবধারিত সত্যকে অনেকটা অস্বীকার করা হয়। অর্থনীতির আড়ালেও একটি দুনিয়া আছে, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক প্রয়োজন এবং অধিকার রক্ষার দুনিয়া– পানি ছাড়া যেটি কল্পনা করা যায় না। পানি কোন অর্থনৈতিক পণ্য হতে পারে না। এটি এমন একটি প্রয়োজন বা চাহিদা যাকে কেনা বেচা কোনটাই করা উচিত নয়, কর্পোরেশনগুলোরও এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন অধিকার নেই। অথচ ADB নীতিতে সরকারী-বেসরকারী-ব্যাক্তি মালিকানায় অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। হতদরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার এখানে সংরক্ষিত হয়নি, তারা ভোক্তা হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পানি বাণিজ্যিকীকরণের যে অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সেই একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হবে এটি খুবই প্রাসঙ্গিক। যে দেশের দিকে তাকাই না কেন একই চিত্র চোখে পড়ে; সরকারী পর্যায়ে সেবা থেকে দেশের সমগ্র জনগণ উপকৃত হয় আর বেসরকারী ব্যবস্থায় ধনী সংস্থাগুলো লাভবান হয়। তাই পানি কিংবা অন্য কোন সেবা বাণিজ্যিকীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ভেবে দেখা দরকার কোনটি

অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার বেতন দাবি দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মাঠের সেবা। কোম্পানীগুলোর অগ্রাধিকার চর্চা দাবি সাধারণ নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ-নীতিগত ভাবে কোনটিকে প্রাধান্য দেয়া উচিত?

অধিকারের অর্থে এটি এমন একটি ইস্যু যেটা নিয়ে কোন বিতর্ক বা বিভ্রান্তির সুযোগ নেই। রাষ্ট্রীয় সেবাসমূহের মালিক রাষ্ট্রীয় জনগণ। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার জনগণের প্রতিনিধি হয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ সমূহের তত্ত্বাবধান করে যায়। তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণ সরকারকে প্রভাবান্বিত করতে পারে এবং করা উচিত। রাষ্ট্রীয় খাতে বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকার হওয়া উচিত। কিন্তু সমস্যাগুলোর সমাধান তখনই সম্ভব যখন এর উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকবে। প্রাইভেটাইজেশন বা ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণের ফলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ হারানো দেশ থেকে দেশে, শহর থেকে শহরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে; জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। আমাদের উচিৎ এঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া ও এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা।